দৈনিক সংবাদ

MAY 08 2002

তারিখ ... ...
পৃঃ ২১ কলাম ... ৫ ...

রামেক ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দু'গ্রুপে ব্যাপক বন্দুকযুদ্ধ ॥ আহত ১০

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী ঃ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের দু'গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক বন্দুকযুদ্ধ ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আহত হলেও তাদের নাম জানা যায়নি। তবে রুবেল নামে এক ছাত্রদল কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ একটি হোস্টেলে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রসহ ছাত্রদলের এক শীর্ষ ক্যাডার এবং আরও দু'জন ছাত্রদল কর্মী নিয়ে মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হলেও কলেজ ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। কলেজের একাডেমিক কমিটির সভা সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। সিট দখল ও চাঁদাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ হয় বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, গত ১ লা মে কলেজের নির্মাণাধীন ছাত্রী হোস্টেলের ঠিকাদারের কাছে মোটা অংকের চাঁদা দাবি করে ছাত্রদলের নাসের গ্রুপের সমর্থকরা। জাকারিয়া ও শান্তর নেতৃত্বাধীন অন্য গ্রুপ এ চাঁদা দাবির প্রতিবাদ জানায়। এ নিয়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাসের গ্রুপের পক্ষ থেকে জাকারিয়া ও শান্ত গ্রুপের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ আনে। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষকে স্মারকলিপিও দেয়া হয়। নাসের গ্রুপও পাল্টা অভিযোগ করে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের বরাবরে স্মারকলিপি দেয়।

সূত্র মতে, ৩ রা মে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ

বন্দুকযুদ্ধ ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

বন্দুকযুদ্ধ ঃ দু'গ্রুপে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

একাডেমিক কমিটির জরুরি সভা আহবান করে। সভা কোন রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়ে যায়। এদিকে পিকু হোস্টেলে এক গ্রুপের সমর্থকদের সিট আরেক গ্রুপ দখল করে নেয়ার ঘটনাও ঘটে। এছাড়া কয়েকজন ইন্টার্নি চিকিৎসককেও মারধর করা হয়। সিট দখল ও চাঁদাবাজির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার গভীর রাতে উভয় গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ বাধে। এসময় ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনাও ঘটে।

সংঘর্ষের পর ভোর রাতে পুলিশ পিকু হোস্টেলে রেইড দেয়। তারা কলেজ ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আরেফিন খান পান্থর কক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ কাটা রাইফেল, শাটারগান, চাপাতি, কিরিচসহ বিদেশী মদের বোতল উদ্ধার করে। পুলিশ পান্থ, সজিব এবং শামীমকে গ্রেফতার করেছে। এ ব্যাপারে রাজপাড়া থানায় পৃথক দু'টি মামলা হয়েছে।